পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ
(Theory of interaction)

ডেকার্ট এই মতবাদের প্রবর্তক। তাঁহার মতে মন একটি বিস্তারহীন সচেতন দ্রব্য এবং জড় একটি অচেতন সবিস্তারদ্রব্য। চৈতন্য মনের এবং বিস্তৃতি জড়ের ধর্ম। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন এবং নিরপেক্ষ। একটির সত্তা অপরটির উপর নির্ভর করে না। ডেকার্ট দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে যদিও মন ও দেহ পরস্পর-বিরুদ্ধধর্মী, তথাপি একটি অপরটির মধ্যে ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে কারণ-কার্য সম্পর্ক রহিয়াছে। যখন কোন মানসিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই ক্রিয়া একটি দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে, আবার দেহও উহার ক্রিয়ার ফলস্বরূপ একটি মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। মস্তিষ্কে Pineal gland নামে একটি গ্রাণ্ড রহিয়াছে। সেই গ্রাণ্ডের মাধ্যমে মন ও দেহ পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানসিক ক্রিয়া দৈহিক ক্রিয়ায় এবং দৈহিক ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। যেহেতু ডেকার্ট মনে করেন, মন ও দেহ পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে, সেহেতু তাহার মতবাদকে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বলা হয়।

ডেকার্টের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। যদি মন ও দেহ স্বরূপতঃ ভিন্ন হয়, তবে উহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না, কারণ-কার্যের সম্পর্ক তো দূরের কথা। কানিংহাম যথার্থ বলিয়াছেন, 'The two terms, body and mind, are so utterly different that they stare vacantly at each

Scanned with CamScanner

other and refuse to think themselves causally. A causal connection between body and mind is inconceivable. একটি বৈজ্ঞানিক কারণের জন্যও ডেকার্টের মতবাদ গ্রহণীয় নহে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, বিশ্বের সামগ্রিক শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। কিন্তু ডেকার্টের মত গ্রহণ করিলে যখন মানসিক ক্রিয়া দৈহিক ক্রিয়া সৃষ্টি করে, তখন জাগতিক শক্তির বৃদ্ধি, আবার যখন দৈহিক ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় তখন ইহার হ্রাস ঘটে।